আলুর ‘প্রকৃত বীজ’ থেকে আলু চাষ

System of Potato Intensification

By,

Dr. Kanchan Kumar Bhowmik

Sr. Consultant, MKSP-LKP

Loka Kalyan Parishad

আলু প্রকৃত বীজ থেকে আলু চাষ

(System of Patato Intensifitation)

ভূমিকা

আলুর ফল থেকে যে বীজ সংগ্রহ করা হয় তাকেই আলুবীজ বা ট্রু পটেটো সিড বা সংক্ষেপে টি.পি.এস বলা হয়। দেশের উত্তর - পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় আলু অনুসন্ধান সংস্থা, সিমলা ও ত্রিপুরা সরকারের উদ্যান অনুসন্ধান কেন্দ্র এই বীজ উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। আমাদের রাজ্যে বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর, জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ও পুরুলিয়ার ঝালদা - ২ নং ব্লকে আন্তর্জাতিক আলু বর্ষে (২০০৭-০৮ সালে) টি.পি.এস থেকে আলু চাষ হয়েছিল। লোক কল্যাণ পরিষদ এই সময় থেকেই এই প্রজাতিতে চাষ করানোর জন্য প্রচার ও প্রসার করে চলেছে।

প্রকৃত আলু বীজ থেকে আলু চাষের উদ্দেশ্য

ক। খরচ কম অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ৩০০ টাকার বীচন লাগে

খ। প্রকৃত বীজথেকে আলু চাষে প্লটে ধ্বসা রোগ লাগে না বললেই হয় ।

গ। বীচন স্টোরে রাখার দরকার নেই । বাড়িতেই রাখা যায়।

ঘ। ফলন বেশি পাওয়া যায়। চারা প্রতি ৮০০ থেকে ১ কেজি আলু পাওয়া যায় ।

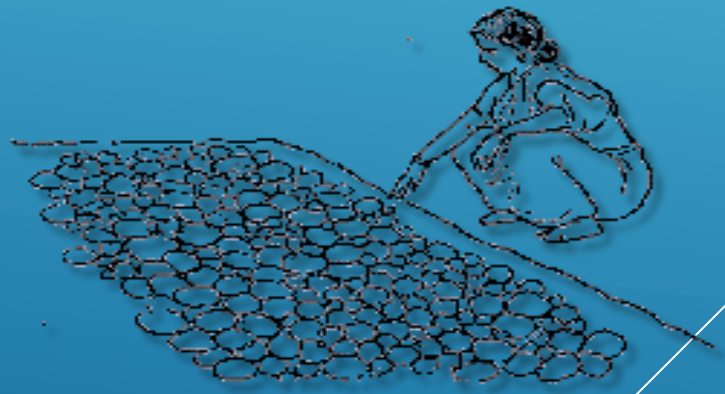

মাটি তৈরি

ক। বীজতলার মাটি তৈরি

১ মিটার চওড়া ও ১০ মিটার লম্বা নার্সারি বা বীজতলা লাগবে। বীজতলার জায়গাটির উপর থেকে ২-৩ ইঞ্চি মাটি সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর মাটির সাথে সমপরিমাণ কম্পোস্ট বা ভার্মিকম্পোস্ট সার মিশিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে যত ঝুরঝুরে মাটি হবে তত ভালো।

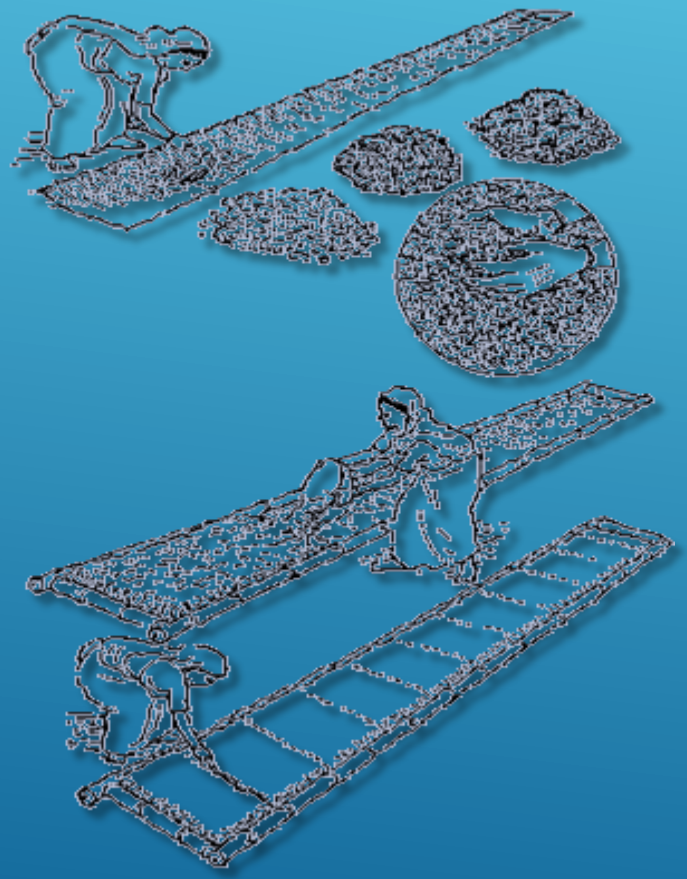

বীজ বপণের হার

এক বিঘা আলু চাষের জন্য ১৫-২০ গ্রাম প্রকৃত আলুর বীজ দরকার

খ। মূল জমির মাটি তৈরি

- প্রথম চাষে বিঘা প্রতি ২-৩ হাজার কিলো (৬-৭ গরুর গাড়ি) ভাল গোবরসার দিয়ে মূল জমি ৪-৫ বার চাষ করে ঝুরঝুরে মাটি তৈরি করতে হবে। শুকনো থাকলে প্রয়োজনে, চাষের ১-২ দিন আগে মূল জমি সেচ দিয়ে নিলে মাটি তৈরি করতে অসুবিধা হবে না।

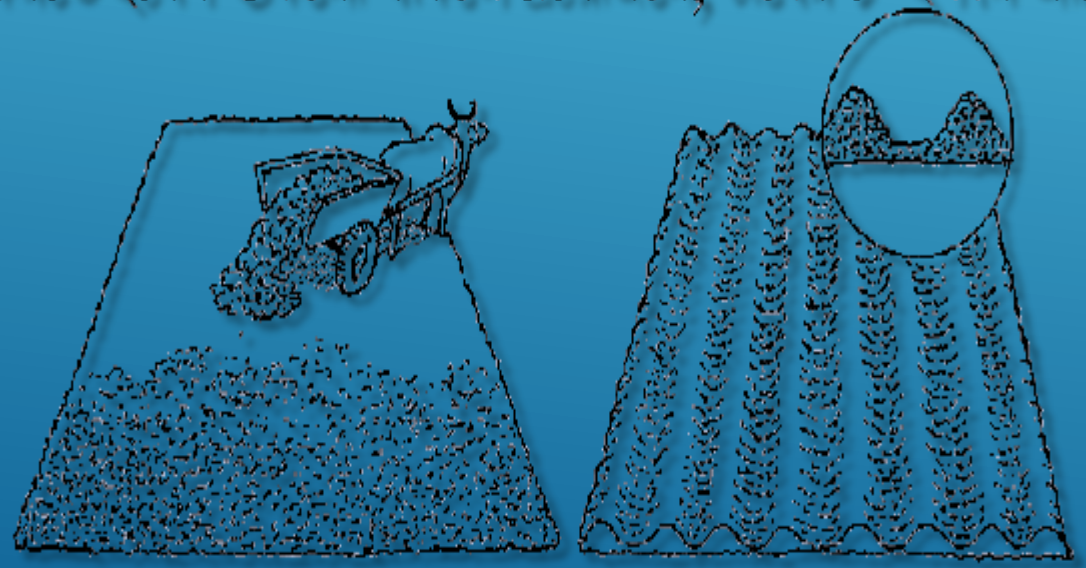

- শেষ চাষে ১০ঃ২৬ঃ২৬ (এনপি কে) সার ভাল করে মাটিতে মেশাতে হবে।
- মই দিয়ে মাটি সমান করে নিতে হবে।
- এরপর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে ৪০-৪৫ সেমি (১৬-১৮ ইঞ্চি) দূরত্বে ২০ সেমি বা আট ইঞ্চি উঁচু করে আলু তুলতে হবে। যার গায়ে চারা লাগানো হবে।

চারা তৈরি

- বীজ বোনার আগের দিন হালকা সেচ দিয়ে বেডের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।
- পরের দিন হালকা কোদালি করে মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।
- বেডের আড়াআড়ি ১০ সেমি বা ৪ ইঞ্চি তফাতে ৩-৪ মিমি গভীর করে বাঁশের আঁকশি দিয়ে দাগ টেনে বীজ বুনতে হবে। আনুমানিক প্রতি সেন্টিমিটারে ১-২টি করে বীজ পড়লে ভালো হয়। প্রয়োজনে বালি মিশিয়ে নিলে বীজ ছড়াতে সুবিধা হবে।

Loka Kalyan Parishad

- বীজ বোনার পর চালনি দিয়ে ছাঁকা ঝুরঝুরে ভার্মি কম্পোস্ট ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ২-৩ মিমি পুরু করে বীজ ঢেকে দিতে হবে।
- বীজ ঢাকার পর স্প্রে করে বীজতলা হালকাভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে, তবে সাবধানে, জল যেন বয়ে না যায়। আর বীজ যেন সরে না যায়।
- বীজ বোনার পর থেকে দু

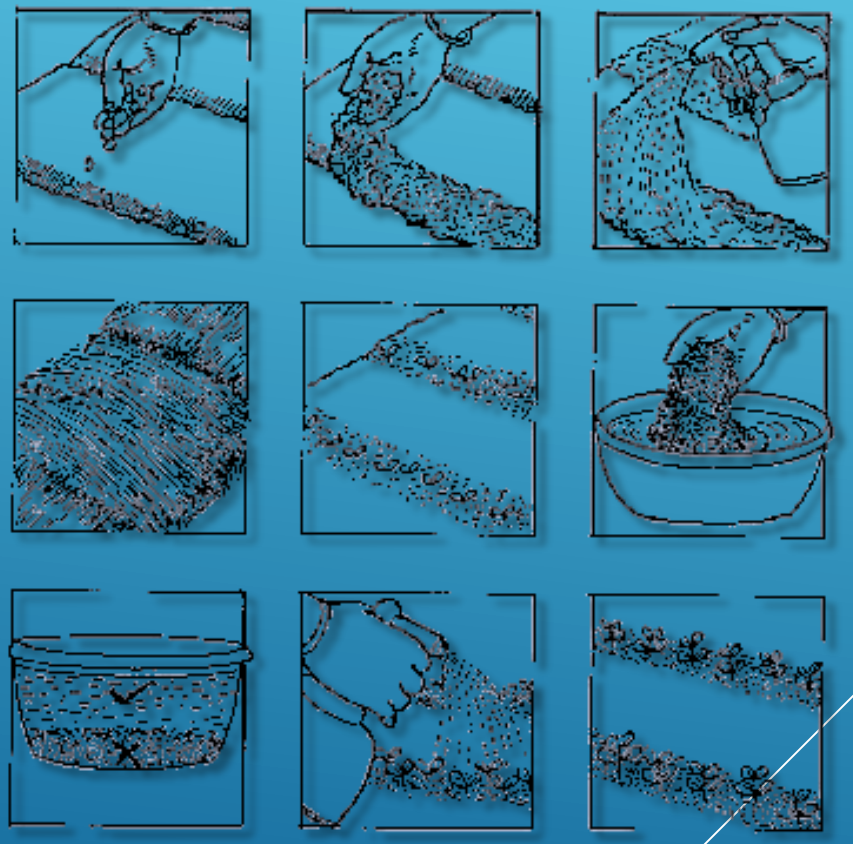

সপ্তাহ ধরে টানা যদি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ চলতে থাকে তবে পাতলা কাপড় বা চট দিয়ে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

- চারা দু'পাতা হয়ে যাওয়ার পর দু'তিন দিন পর পর টাটকা গোবর জলের নির্যাস স্প্রে করলে ভালো । চারা পুষ্ট ও সবল হবে ।

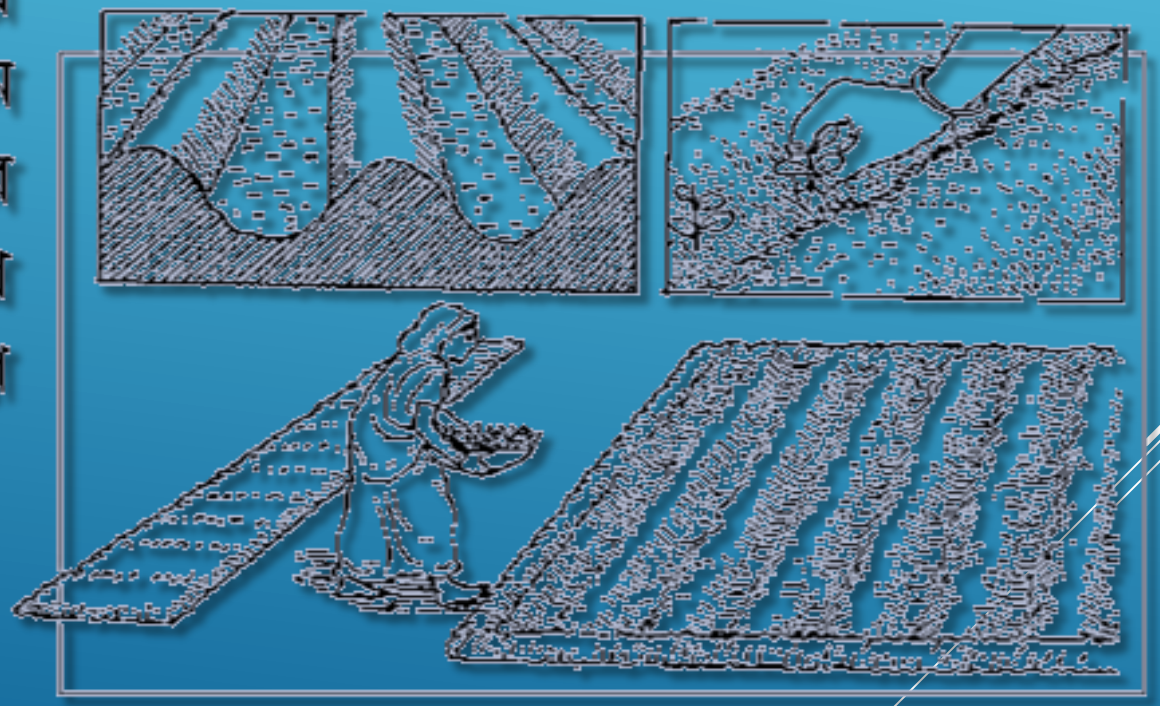

চারা লাগানোর পদ্ধতি

- চারা মূল জমিতে লাগানোর আগের দিন তৈরি আলের অর্ধেক বা ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত সেচের জল দিতে হবে।
- সেচের পরদিন দুপুর পর আলের গায়ে উত্তর পাশে চারা লাগাতে হবে
- বীজতলা থেকে সাবধানে চারা তুলতে হবে। চারটি পাতা হলেই চারা তুলতে হবে।
- চারা লাগানোর পর হালকা সেচ দিলে ভালো। ঝারি দিয়ে জল দিলে ভালো হবে।

- চারা লেগে বসা পর্যন্ত (৪-৫ দিন) সেচ দিতে হবে।
- চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর গোড়ায় মাটি লাগানোর কাজ করতে হবে।
- গোড়ায় মাটি ধরানোর সময় কম্পোস্ট/ভার্মি

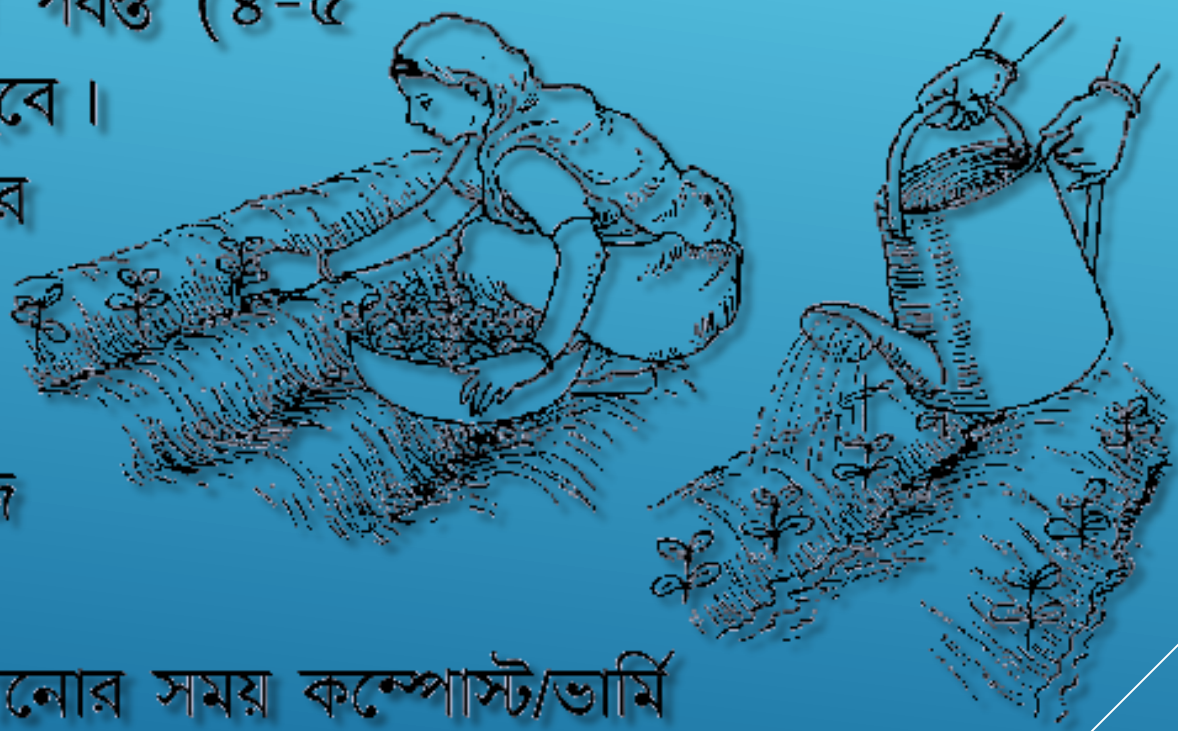

কম্পোস্ট দিতে হবে। গাছ প্রতি ১০০-২০০ গ্রাম হলে হবে।

- চারা মূল জমিতে লাগানোর ৬০ দিন পর আলু তোলা যায়।
- ফসল তোলার ২০ দিন আগে সেচ বন্ধ করে দিতে মহবে।
- আলু তোলার ২০ দিন আগে মাটির কাছাকাছি থেকে গাছ কেটে দিতে হবে। এতে আলুর কন্দের ছাল শক্ত হয়। বেশি দিন সহজে রাখা যায়।

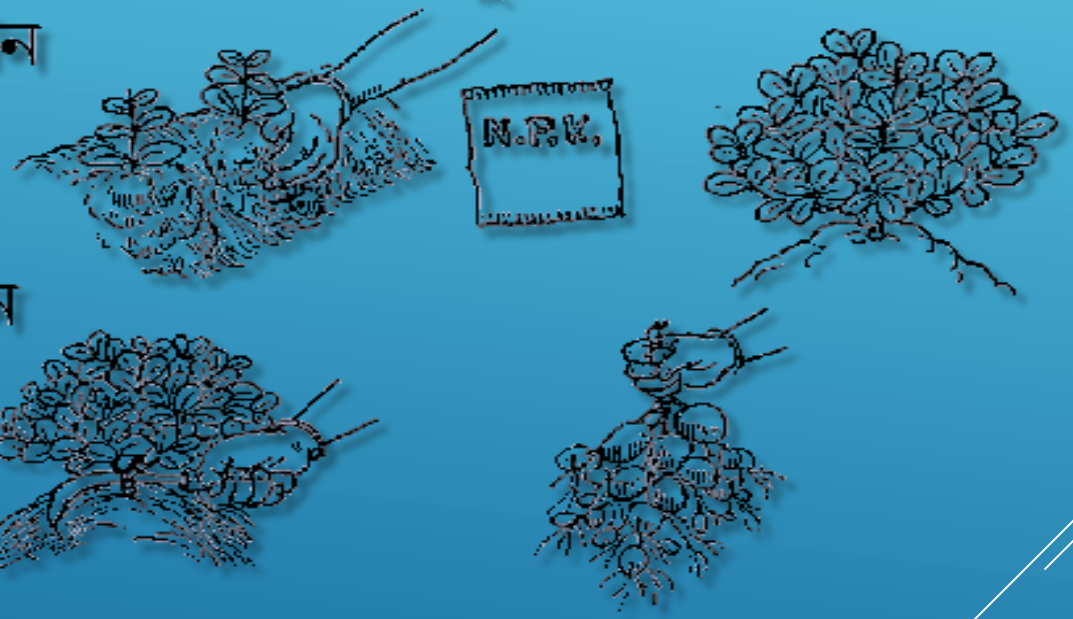

সংরক্ষণ

আলু তোলার পর ৪০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের আলু পরের বছরের বীচনের জন্য রাখা যেতে পারে। বীচন আলু রাখতে হলে ৩% বোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে, ঠান্ডা ও অবাধে বাতাস চলাচল করতে পারে অথচ রোদ ঢোকে না এমন ঘরে বাঁশ বা কাঠের মাচায় রাখা যায়। ১০ কুইন্ট্যাল আলু বীচন বিছিয়ে ১৪ লিটার ৩% বোরিক অ্যাসিডের জলের দ্রবণ স্প্রে করে নিলেও হবে।

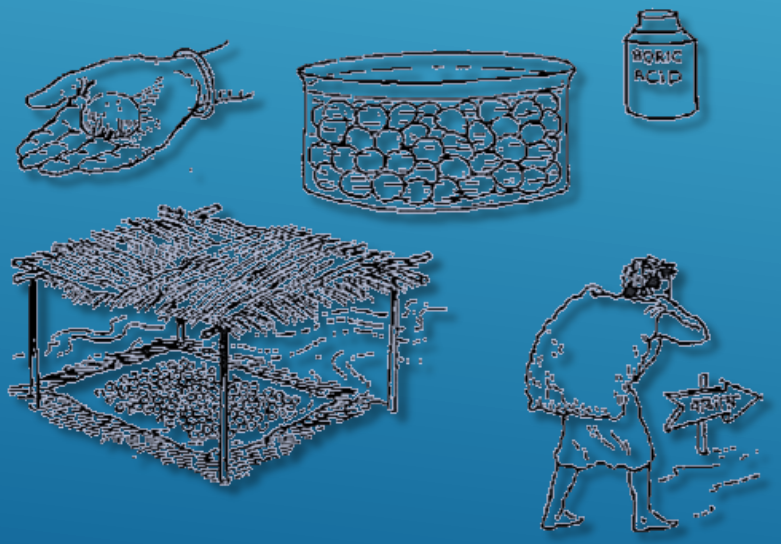

মনে রাখা দরকার

ক। চারা তৈরির সময় পিঁপড়ে, উইপোকা, পাখি, মুরগির হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। এক্ষেত্রে বীজতলাটি চোখে-চোখে রাখা প্রয়োজন।

খ। বেশি বয়সে চারা তুলে মূল জমিতে লাগানো ঠিক নয়, ফলন কম হবে। ৪-৫টি পাতা হলেই তুলতে হবে।

গ। খুব কুয়াশা হলে বা আশেপাশের ক্ষেতে ধ্বসা রোগ লাগলে প্রতিদিনই কাঁচা গোবর গোলা জল অথবা পরিষ্কার জল গাছে স্প্রে করা দরকার।

১ বিঘা জমিতে আলু চাষের আয় ব্যয়

ব্যয়			আয়		
উপকরণ	পরিমান	মূল্য (টাকা)	উৎপাদন	পরিমান	মূল্য (টাকা)
বীচন	১৬ গ্রাম	৩০০	ফসল	২০০০ কেজি	২০,০০০
সার	১০ গাড়ি	৩০০০			
সেচ	-	১০০০			
চাষ/ মাটি তৈরি		৫০০			
মজুরী		৫০০			
		মোট খরচ ৫,৩০০/-			মোট আয় ২০,০০০/-

নীট লাভ : ২০,০০০ - ৫,৩০০
=১৪,৭০০ টাকা

Loka Kalyan Parishad

ধন্যবাদ